1248 - চাঁদ উঠার বিভিন্ন উদয়স্থল সংক্রান্ত মতভেদ কি বিবেচনাযোগ্য? এ ব্যাপারে অমুসলিম দেশে অবস্থানরত মুসলিম কমিউনিটির করণীয়

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতে বসবাসরত কিছু মুসলিম ছাত্র। প্রতি বছর রমজান মাসের শুরুতে আমরা একটি সমস্যার মুখোমুখি হই। এ সময় স্থানীয় মুসলিম কমিউনিটি তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১. প্রথম দল: তারা যে দেশের স্থায়ী বাসিন্দা সে দেশে চাঁদ দেখার খবরের ভিত্তিতে রোজা শুরু করে। ২. দ্বিতীয় দল: যারা সৌদি আরবে রোজা রাখা শুরু হলে সিয়াম পালন শুরু করে। ৩. তৃতীয় দল: যারা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মুসলিম ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নতুন চাঁদ দেখার খবর পৌঁছলে রোজা রাখে। এ ছাত্র ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে চাঁদ দেখার দায়িত্ব পালন করে থাকে। তারা দেশের কোন এক স্থানে চাঁদ দেখলে সে খবর বিভিন্ন ইসলামিক সেন্টারে পৌঁছে দেয়। তাদের খবরের ভিত্তিতে গোটা যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমান একই দিন রোজা পালন শুরু করে; যদিও শহরগুলোর মাঝে দূরত্ব অনেক। এক্ষেত্রে সিয়াম পালন, চাঁদ দেখা ও এ সংক্রান্ত খবরের ব্যাপারে কারা বেশি অনুসরণযোগ্য? দয়া করে এ ব্যাপারে আমাদেরকে ফতোয়া দিন; আল্লাহ আপনাদেরকে সওয়াব দিবেন।

প্রিয় উত্তর

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এক: স্থানভেদে নতুন চাঁদের ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল থাকার বিষয়টি ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা অবধারিতভাবে জ্ঞাত।এ ব্যাপারে কোন আলেম দ্বিমত করেন নি। সে ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল কি বিবেচনাযোগ্য; নাকি বিবেচনাযোগ্য নয়- তা নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। দুই: ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল ও তা বিবেচনাযোগ্য না হওয়ার বিষয়টিতাত্ত্বিক মাসয়ালা।এতে ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে। ইলম ও দ্বীনদারিরবিবেচনায়যোগ্য আলেমদের এ ব্যাপারে মতভেদ করার অবকাশ আছে। এটি এমন একটি গ্রহণযোগ্য মতভেদ যে ব্যাপারে সঠিক মতপ্রদানকারী (মুজতাহিদ) দুইবার সওয়াব পাবেন- ইজতিহাদ করার সওয়াব ও সঠিক মত প্রদান করার সওয়াব এবং ভুল মত প্রদানকারী (মুজতাহিদ)ও ইজতিহাদ করার জন্যএকটি সওয়াব পাবেন। এই মাসয়ালাতে আলেমগণ দুটি মত ব্যক্ত করেছেন:

-তাঁদেরকেউকেউভিন্নভিন্নউদয়স্থলবিবেচনাকরেছেন

-আর কেউ কেউ ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল বিবেচনা করেননি

তাদরে উভয়পক্ষ কুরআন ও সুন্নাহ থকেে দললি দয়িছেনে। এমনকি একই দললিউভয় পক্ষ তার মতরে পক্ষব্েযবহার করছেনে। কারণ সে দললিটি উভয় মতরে পক্ষে দললি হসিবেে পশে করা যায়। যমেনআল্লাহ্র তাআলার বাণী:

(189 :البقرة 2][يسألونكعنالأهلةقلهيمواقيتللناسوالحج)

"লোকেরো আপনাকে নতুন মাসরে চাঁদসম্পর্কে জজ্ঞিসে কর।ে আপনি তাদরেকে বলে দনিএটা মানুষরে (বভিন্নি কাজ-কর্মরে)এবং হজ্জরেসময় নর্িধারণ করার জন্য।" [২ সূরা আল-বাক্বারা:১৮৯]এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহওিয়াসাল্লাম এরবাণী:

(الحديث (صوموالرؤيتهوأفطروالرؤيته

"তোমেরা তা (নতুন চাঁদ) দখেে রোজা শুরু কর এবং সটো (নতুন চাঁদ) দখেে রোজা ছড়েে দাও।"[সহহি বুখারী(১৯০৯)ও সহহি মুসলমি (১০৮১)]উভয় পক্ষরে এ মতভদেরে কারণ হল প্রত্যকে পক্ষদললিটকিে ভন্নি ভন্নি আঙ্গকিে বুঝছেনে এবং মাসয়ালা নর্িণয়রে ক্ষত্রেে আলাদা আলাদাপথ অনুসরণকরছেনে।

তনি: জ্যোতর্িবদি্যার গণনার মাধ্যমে নতুনচাঁদ সাব্যস্তকরণ ও এ ব্যাপারে বর্ণতি কুরআন-হাদসিরে দললিগুলো আলমেগণরে পরষিদ পর্যালোচনা করছেনে এবংতাঁরাএব্যাপারপেূর্ববর্তী আলমেগণরেসকল বক্তব্য অবগত হয়ছেনে।পরশিষেে তাঁরা সর্বসম্মতক্রিমে এ সদ্িধান্তে পৗেঁছছেনে য,ে শরয়ি বধিবিধিান পালনরে জন্য নতুন চাঁদ সাব্যস্ত করার ক্ষত্রেে জ্যোতর্িবজি্ঞানরে হসিাবগ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদরে দলিল হচ্ছ-ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহওিয়াসাল্লাম এর বাণী:

(الحديث (صوموالرؤيتهوأفطروالرؤيته

"তোমেরা তা (নতুন চাঁদ) দখেে রোজারাখ এবং তা (নতুন চাঁদ) দখেে রোজা ছাড়।"[সহহি বুখারী (১৯০৯)ও সহহি মুসলমি (১০৮১)]তনিি আরো বলছেনে:

(الحديث (لاتصوموا حتىتروهولاتفطروا حتىتروه

"তোমেরাতা (নতুন চাঁদ) না-দখো পর্যন্ত রোজা রখেো না এবং তা (নতুন চাঁদ) না-দখো পর্যন্ত রোজা ছড়েে দওি না।"[মালকি (৬৩৫)]এবং এই অর্থরেআরো অন্যান্য দলীল।

গবষেণা ও ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরিঅভমিত হচ্ছ-ে অমুসলমি সরকার কর্তৃক শাসতি দশেে বসবাসকারী মুসলমানদরে

জন্য নতুন চাঁদ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এ ধরনের মুসলিম ছাত্র ইউনিয়ন (অথবা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান যারা মুসলিমকমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব করে) মুসলিম সরকারের স্থলাভিষিক্ত হবে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এই ছাত্র ইউনিয়নের ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল বিবেচনা করা অথবা না-করাএ দুটো অভিমতের যে কোন একটি বেছে নেয়ার অধিকার রয়েছে। এরপর তারা বাছাইকৃত সে অভিমতকে সে দেশের সকল মুসলিমের উপর প্রয়োগ করবেন। ছাত্র ইউনিয়নের এই সাধারণ প্রজ্ঞাপন মেনে নেয়া সেখানকার মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক- ঐক্যের স্বার্থে, যথাসময়ে সিয়াম শুরু করার স্বার্থে এবং মতভেদ ও বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলার নিমিত্তে। এ ধরনেরদেশেযেোরাবাসকরতোদের প্রত্যেকেরেকর্তব্য হলো- নিজ নিজ এলাকায়নতুনচাঁদদেখা।যদি তাদেরমধ্য থেকেএকবাএকাধিক ছিকা(নির্ভরযোগ্য) ব্যক্তিনতুনচাঁদদেখেতেবতোরারোজাপালনশুরু করবেএবংছাত্র ইউনিয়নকেওসে সংবাদ দিবেযেতেতারাসবারজন্য প্রজ্ঞাপন জারী করতেপারে। এই পদ্ধতিটিমাসশুরুসাব্যস্ত হওয়ারক্ষেত্রে প্রযোজ্য।আর মাস শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখেছে এই মর্মে দুইজন আদেল(দ্বীনদার) ব্যক্তিরসাক্ষ্য আবশ্যক হবে। অন্যথায় রমজান মাস ত্রিশদিন পূর্ণ করতে হবে।এর দলীল হচ্ছে- রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া সাল্লামএর বাণী:

(صوموالرؤيتهوأفطروالرؤيتهفإنغمعليكمفأكملواالعدةثلاثينيوماً)

“তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা পালন কর এবং তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা ছাড়। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে তা (নতুন চাঁদ) দেখা না যায় তবে ত্রিশদিন পূর্ণ কর।”

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।